সংবাদ

তারিখ 10 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন দলের কনভেনশনে

জাতীয় শিক্ষানীতিকে ধর্মহীন আখ্যা দিয়ে প্রতিরোধের ঘোষণা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

একমুখী জাতীয় শিক্ষা নীতিকে ধর্মহীন শিক্ষানীতি আখ্যা দিয়ে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নামছে দেশের বেশ কয়েকটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ, এশিয়ান হাইওয়েতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপথ উত্তপ্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের নির্বাহী সভাপতি মওলানা মুহিউদ্দীন খানের নেতৃত্বে এসব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

গতকাল রোববার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে তারা জাতীয় কনভেনশনও করেছে। কনভেনশন থেকে সরকারকে কঠোর ভাষায় হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, একমুখী শিক্ষা নীতির নামে সরকারের প্রস্তাবিত ধর্মহীন শিক্ষানীতিকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে। প্রয়োজনে রাজপথে কঠোর

ঘোষণা : পৃ: ২ ক: ৬

ঘোষণা : প্রতিরোধের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এরপরও যদি সরকার নাস্তিকবাদী একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চাইলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে।

গতকালের কনভেনশনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সভাপতি আল্লামা শাইখ আবদুল মোমিন, নির্বাহী সভাপতি ও কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক মওলানা মুহিউদ্দীন খান, খেলাফত আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা আহমদউল্লাহ আশরাফ, খেলাফত মজলিসের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা আশ্রাফ আলী, মহাসচিব মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী, ন্যাশনাল ডেমোক্রেট পার্টির (এনডিপি) সভাপতি খন্দকার গোলাম মরতুজা, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) সভাপতি শেখ শওকত হোসেন নিলু, ন্যাপের সভাপতি (ভাসানী) শেখ আনোয়ার হোসাইন, ইসলামিক পার্টি বাংলাদেশের এডভোকেট আবদুল মোবিন ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মহাসচিব আবু নাসের রহমত উল্লাহসহ বেশ কয়েকটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও অন্যান্য প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আলমগীর মজুমদার।

কনভেনশনে মাদ্রাসায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি টানানোর ঘোর বিরোধিতা করে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়া হয়। মূল বক্তব্যে প্রস্তাবিত একমুখী শিক্ষা নীতির বিরোধিতা করে বলা হয়, বর্তমান সরকার গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্যরা ইহুদি, নাসারা ও বিধর্মী। তারা জাতীয় শিক্ষা নীতির নামে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের পায়তারা করছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করার জন্যও কনভেনশনের মূল বক্তব্যে আহ্বান জানানো হয়। এশিয়ান হাইওয়েতে বাংলাদেশের সংযুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহারের চরম বিরোধিতা করে কনভেনশনে বক্তব্য দেয়া হয়। বক্তারা পার্বত্য অঞ্চলের সেনা প্রত্যাহারকে 'তথাকথিত শান্তিচুক্তি' বাস্তবায়নের নামে সন্তু লারমা বাহিনীর হাতে পার্বত্য অঞ্চলকে তুলে দেয়ার চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন। তারা সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান।